কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচার বিভাগীয়

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

সম্মানীয় বিচারপতি, রাজা বাসু চৌধুরী

২০১৩-এর ডব্লিউ. পি. এ. ২৯৪২৯

২০২০-এর সি. এ. এন. ১ (২০২০-এর পুরনো সি. এ. এন. ২৪০২)

২০২০-এর সি. এ. এন. ২ (২০২০-এর পুরনো সি. এ. এন. ৫৬২২)

২০২০-এর সি. এ. এন. ৩ (২০২০-এর পুরনো সি. এ. এন. ৫৬২৪)

তাপতি দত্ত গুপ্ত এবং অন্যান্য

(ইন্দ্রনীল দত্ত গুপ্তের পরিবর্তে)

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ কম্প্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং অন্যান্য

আবেদনকারীর পক্ষে	:	বরিষ্ঠ উকিল, শ্রী প্রতীক ধর
		শ্রী ঋত্বিক পট্টনায়েক
		শ্রী সমীর হালদার
		শ্রী অরিত্র রায়চৌধুরী
		শ্রীমতী কার্ডিনা রায়
রাজ্যের জন্য	:	শ্রী সুবীর কুমার ভট্টাচার্য
উত্তরদাতা নং ৭-এর জন্য	:	শ্রী এস. বসু
শুনানি	:	২১.০৯.২০২৩
রায়	**:**	**২১.০৯.২০২৩**

বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী:

১। ১১ই এপ্রিল ২০১৩ এবং ২৭শে মে ২০১৩ তারিখের স্মারকলিপি এবং অফিস কে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। ২৩শে আগস্ট ২০১২ তারিখের আদেশ। এটি আবেদনকারীদের মামলা যে

মূল আবেদনকারী, তার আবেদনের ভিত্তিতে ১৯৭৭ সালের ২২৪শে ফেব্রুয়ারি জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে নিযুক্ত হন, যার উত্তরদাতা নম্বর ১ (এখানে কর্পোরেশনের পরে)। পরবর্তীকালে, ১৯৮০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে তাকে ২ বছরের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়, কর্পোরেশনে যোগদানের তারিখ থেকে Rs.৪৫০-Rs.৬২৫-এর বেতনের স্কেলে হিসাবরক্ষক হিসাবে, রাজ্য সরকারের নিয়মের অধীনে গ্রহণযোগ্য সাধারণ ভাতা সহ, যা কর্পোরেশন অনুসরণ করছিল। পরবর্তীকালে, ৩০শে জুলাই ১৯৮৭ তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে, মূল আবেদনকারীকে বেতন স্কেলে হিসাবরক্ষক হিসাবে নিশ্চিত করা হয় ৪২৫-- ১০৫০/টাকা - এর ১লা আগস্ট ১৯৮৪ থেকে কার্যকর।

২। সাধারণভাবে, মূল আবেদনকারীর অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ৩১শে জানুয়ারি ২০১১ তারিখে একটি মুক্তি আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীকালে, কর্পোরেশনের কর্মচারীদের জন্য আরওপিএ রেগুলেশন, ২০০৯ বাস্তবায়নের উপর, ২রা জুন ২০১১ তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে, কর্পোরেশনের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মূল আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আরওপিএ রেগুলেশন ২০০৯-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য বকেয়া বেতন প্রদানের জন্য অনুমোদন দেয়, যা অন্যান্য, বকেয়া অন্তর্ভুক্ত, বেতনের পরিমাণ ৯৫,৮১৯/- টাকা।

৩। তবে পরবর্তীতে, মূল আবেদনকারী ১১ই এপ্রিল ২০১৩ তারিখে একটি যোগাযোগ পান, যার অধীনে, বিবাদী নং ২, মূল আবেদনকারীকে পূর্ববর্তী প্রভাবের সাথে বেতন পুনর্নির্ধারণের জন্য ২,৯৩,০৭৬/- টাকা ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানান,

২০১২ সালের ২৩শে আগস্ট, ১৯৭৮ সালের ৯ই মার্চ থেকে ২০১১ সালের ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত অফিস আদেশ অনুযায়ী, পূর্ববর্তী প্রভাব সহ বেতন পুনর্বিবেচনার কারণে। মূল আবেদনকারীকে স্বাভাবিক নিয়মে দেওয়া অর্থ ফেরতের জন্য পূর্বোক্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, যা মূল আবেদনকারীর বেতনের পূর্ববর্তী সংশোধনের কারণে অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল। মূল আবেদনকারী হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, ২০১৩ সালের ৭ই মে তারিখের চিঠিতে শোক প্রকাশ করে উত্তরদাতা নম্বর ২-কে জানিয়েছিলেন যে ২৩শে আগস্ট, ২০১২ তারিখের আদেশের পক্ষেও তাঁকে সমর্থন করা হয়নি, যার ভিত্তিতে তাঁর বেতনের তথাকথিত পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল। এই ধরনের যোগাযোগের প্রতিক্রিয়ায় ২ নং প্রত্যর্থী মূল আবেদনকারীকে ২৩শে আগস্ট ২০১২ তারিখের আদেশটি সংযুক্ত করে ২৭৮ই মে ২০১৩ তারিখের যোগাযোগটি পাঠিয়েছিলেন এবং তার যুক্তি পুনর্ব্যক্ত করার সময় মূল আবেদনকারীকে উপরোক্ত পরিমাণ টাকা ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পেনশন সংক্রান্ত সুবিধা এবং অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধা বিতরণ।২৩শে আগস্ট ২০১২ তারিখের আদেশ, যার মাধ্যমে মূল আবেদনকারীর বেতন পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল, সহ উপরোক্ত উভয় আদেশকেই চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে, এই মাননীয় আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ, তারিখের একটি আদেশ দ্বারা ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৩, একটি প্রাথমিক উপসংহারে পৌঁছে যে কর্পোরেশনের প্রশাসনিক সচিব, তার এখতিয়ার অতিক্রম করার পরে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ১১ই এপ্রিল, ২০১৩ তারিখের স্মারকলিপির কার্যকারিতা স্থগিত করতে রাজি হন এবং আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে আবেদনকারী পক্ষগুলির অধিকার ও বিতর্কের প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই শেষ পর্যন্ত ২৮শে জানুয়ারী, ২০১১ তারিখে তাঁর পক্ষে যে হার জারি করা হয়েছিল সেই একই হারে অস্থায়ী পেনশন প্রদানের অধিকারী হবেন। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশ সত্ত্বেও অস্থায়ী পেনশন সেই সময় অবধি জারি করা হয়নি। এর পরে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। উপরোক্ত উভয় আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ২৩ শে আগস্ট ২০১২ তারিখের আদেশ, যার মাধ্যমে মূল আবেদনকারীর বেতন পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল, বর্তমান রিট পিটিশনটি দায়ের করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে, এই মাননীয় আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ, ২রা ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখের এক আদেশে, প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে কর্পোরেশনের প্রশাসনিক সচিব,

এর অতিক্রম করা এক্তিয়ার, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ১১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখের মেমোর কার্যকারিতা স্থগিত করতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছিল, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এবং আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে আবেদনকারী একই হারে অস্থায়ী পেনশন প্রদানের অধিকারী হবেন যা শেষ পর্যন্ত ২৮ শে জানুয়ারী ২০১১ এ তার পক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল পক্ষগুলির অধিকার এবং বিতর্কের প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা সত্ত্বেও সময় পর্যন্ত অস্থায়ী পেনশন প্রদান করা হয়নি এখানে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রী ধর, আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট ২৩ শে আগস্ট ২০১২ তারিখের অফিস আদেশের প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জমা দিয়েছেন যে মূল আবেদনকারীর প্রাথমিক বেতন ছিল ৫৭০ / – টাকা 1981 সালের ১ লা এপ্রিল, ৪২৫/- টাকা ১০৫০/- টাকা বেতন স্কেলে যা বেতন ৫১০ / - টাকায় সংশোধিত হয়েছিল। পূর্বোক্ত পুনঃনির্ধারণের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে, মূল আবেদনকারীর বেতনের ফলস্বরূপ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং বেতনের পূর্বোক্ত পুনর্নির্ধারণের উপর ভিত্তি করে, ২৯,৩০৭৬/- টাকা হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল বেতন ও ভাতা বাবদ অতিরিক্ত উত্তোলন এবং মূল আবেদনকারীকে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন যে মূল আবেদনকারীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর কীভাবে এবং কীভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল তা আইনত অজানা।

৬। তিনি বলেছেন যে মূল আবেদনকারীর তার প্রাথমিক স্থিরকরণে কোনও ভূমিকা ছিল না বেতনের । প্রাথমিক নির্ধারণের উপর ভিত্তি করে, কর্পোরেশনের ছিল মূল আবেদনকারীর পক্ষে

বেতন বিতরণ করেছিলেন যা তিনি সাড়ে তিন দশক ধরে আদায় করেছিলেন। উত্তরদাতা নং ২,১১ই এপ্রিল ২০১৩ তারিখের অফিস আদেশ জারি করার সময় এবং মূল আবেদনকারীকে টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সময়-মূল আবেদনকারীকে শুনানির কোনও সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর অবসর গ্রহণের পরে মূল আবেদনকারীর বেতন পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্তটি স্বেচ্ছাচারী। ১১ই এপ্রিল ২০১৩ এবং ২৭শে মে ২০১৩ তারিখের অফিস আদেশগুলি মূল আবেদনকারীকে শুনানির কোনও সুযোগ না দিয়ে জারি করা হয়েছিল এবং মূল আবেদনকারীর বেতনের স্বেচ্ছাচারী পুনর্বিবেচনার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। উপরোক্ত পুনর্বিবেচনা যদি কার্যকর করা হয়, তবে এটি কেবল একটি অসঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করবে না, আবেদনকারীদের উপর বিশাল আর্থিক বোঝা তৈরি করবে। ১১ই এপ্রিল, ২০১৩ এবং ২৭শে মে, ২০১৩ তারিখের পূর্বোক্ত স্মারকলিপি এবং ২৩শে আগস্ট, ২০১২ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে মূল আবেদনকারীর বেতনের পুনর্বিবেচনার আদেশ বহাল রাখা যাবে না। এটি বাতিল করে দেওয়া উচিত।

৭। **পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম রফিক মাসিহ (হোয়াইট ওয়াশার) (২০১৫) ৪ এস. সি. সি ৩৩৪**-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায়ের উপর নির্ভর করে, এটি জমা দেওয়া হয় যে সাধারণত, এই প্রকৃতির পুনরুদ্ধার অগ্রহণযোগ্য। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এমনকি উক্ত রায়ের ১৮ অনুচ্ছেদে শ্রেণীবদ্ধ করেছে যে পরিস্থিতিতে কোনও পুনরুদ্ধার করা অগ্রহণযোগ্য। বর্তমান মামলাটি বিশেষভাবে এর অধীনে পড়ে। অগ্রহণযোগ্য পুনরুদ্ধারের বিভাগ, যেমন উপরোক্ত রায় দেওয়া হয়েছে । এটি এখনও বলা হয় যে ১১ই এপ্রিল ২০১৩ এবং ২৭শে মে ২০১৩

তারিখের পূর্বোক্ত অফিস স্মারকলিপি পর্যালোচনার থেকে দেখা যায় যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে যার ভিত্তিতে রিফান্ডের জন্য পূর্বোক্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তিনি জমা দেন যে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা একটি আদেশ অবশ্যই এই আদেশে প্রদত্ত ভিত্তিতে বিচার করা উচিত এবং নতুন কারণে পরিপূরক হতে পারে না। তাঁর পূর্বোক্ত যুক্তির সমর্থনে, তিনি **মহিন্দর সিং গিল এবং অন্যান্য বনাম প্রধান নির্বাচন কমিশনার নয়াদিল্লি এবং অন্যান্য, (১৯৭৮) ১ এস. সি. সি ৪০৫** রিপোর্ট এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করেন।

৮। এটি এখনও বলা হয় যে বর্তমান রিট পিটিশনের বিচারাধীনতার সময়, এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা ২২৫ জানুয়ারী ২০১৫-এ গৃহীত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, মূল আবেদনকারীর পক্ষে অস্থায়ী পেনশন জারি করা হয়েছে। তবে, এই ধরনের অস্থায়ী পেনশন তার পুনর্বিন্যস্ত বেতনের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে যা বিতর্কিত। কর্পোরেশনের দায়িত্বে থাকা আইন সেল দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি তারিখবিহীন গণনা পত্রের উপর নির্ভর করে, যা রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে, এটি জমা দেওয়া হয় যে কর্পোরেশন, কখনও কখনও নভেম্বর ২০২০ মাসে, মূল আবেদনকারীর পক্ষে অস্থায়ী পেনশন এবং অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধা বিতরণ করেছে। তবে, ২৩শে আগস্ট ২০১২ তারিখের অফিস আদেশ অনুসারে মূল আবেদনকারীর সংশোধিত এবং/অথবা পুনর্নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে এই ধরনের অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। যেহেতু অফিস আদেশ নিজেই টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তাই কর্পোরেশনকে এটি পুনরায় গণনা করার এবং আইনগত হার অনুসারে সুদ সহ বকেয়া অর্থ বিতরণের নির্দেশ দেওয়া উচিত।

৯। অন্যদিকে, কর্পোরেশনের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী ভট্টাচার্য বলেন যে, মূল আবেদনকারীর বেতন পুনর্বিবেচনা করা বা মূল আবেদনকারীকে অতিরিক্ত টানা বেতন পরিশোধের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ২ নং উত্তরদাতার পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম হয়নি। যে কোনও ক্ষেত্রে, এটি বলা হয় যে, যদিও ১১ই এপ্রিল ২০১৩ তারিখের আদেশটি পাস করা হয়েছিল, তবে এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক জারি করা নিষেধাজ্ঞার আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি কার্যকর করা যায়নি। এটি জমা দেওয়া হয় যে রিট পিটিশনের মুলতুবি থাকাকালীন কেবল অস্থায়ী পেনশনই নয়, মূল আবেদনকারীর অন্যান্য অধিকারও বিতরণ করা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে মূল আবেদনকারীর পক্ষ থেকে ১১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখের অফিস আদেশ মেনে চলতে ব্যর্থতার কারণে, উত্তরদাতারা করতে পারেন শেষ পর্যন্ত মূল আবেদনকারীর পক্ষে পেনশন নিষ্পত্তি করা হয়নি।

১০। বর্তমান আবেদনকারীদের পক্ষে মূল আবেদনকারীকে প্রদেয় টার্মিনাল সুবিধাগুলি ছাড়তে কর্পোরেশন আগ্রহী ছিল এবং আছে এবং এর পথে দাঁড়াতে চায় না মূল আবেদনকারীর আইনি উত্তরাধিকারীদের বৈধ অধিকার।

১১। সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলদের কথা শুনুন এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করে।

১২। আমার মনে হয় বর্তমান রিট আবেদনে যে বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে তা হলো কর্পোরেশন কি মূল আবেদনকারীর বেতন পুনর্নির্ধারণ করতে পারত,

মূল আবেদনকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে এবং উত্তরদাতা নং ২ মূল আবেদনকারীকে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য আহ্বান করতে পারতেন কিনা। ২,৯৩,০৭৬-যা ইতিমধ্যে ১৯৮১ সাল থেকে বছরের পর বছর ধরে তার পক্ষে বিতরণ করা হয়েছিল, ১১ ই এপ্রিল ২০১৩ তারিখের স্মারকলিপি জারি করা।

১৩। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ১১ই এপ্রিল ২০১৩ তারিখের পূর্বোক্ত স্মারকলিপি থেকে, প্রত্যর্থী নং ২ দ্বারা ফেরত চাওয়ার একমাত্র কারণ হল ২৩শে আগস্ট ২০১২ তারিখের অফিস আদেশ অনুসারে, পূর্ববর্তী প্রভাব সহ মূল আবেদনকারীর বেতন পুনর্বিবেচনা করা। পূর্বোক্ত অফিস আদেশের একটি পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে, মূল আবেদনকারীকে Rs.৫৭০-এর প্রাথমিক বেতনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল-১লা এপ্রিল ১৯৮১-এ, ৪২৫-- ১০৫০-টাকার বেতনের স্কেলে, যা বেতনকে ৫১০-টাকা পুনর্বিবেচনার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, অন্যান্য বেতন সংশোধন কার্যকর করা হয়েছিল, যার ফলে ২,৯৩,০৭৬/- টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করা হয়েছিল।

১৪। অবশ্যই, কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য, যেমনটি পূর্বোক্ত অফিস আদেশ/স্মারকলিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে মূল আবেদনকারীর বেতন নির্ধারণে কোনও ভূমিকা ছিল না। কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য নয় যে মূল আবেদনকারীর নির্দেশে মূল বেতন নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, যখন আবেদনকারীকে মুক্তির আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে, যখন কর্পোরেশন কর্তৃক ২রা জুন ২০১১ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে রোপা ২০০৯ কার্যকর করা হয়েছিল, তখনও কর্পোরেশন মূল আবেদনকারীর বেতন পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উপযুক্ত মনে করেনি।

মূল আবেদনকারীর বেতন পুনর্বিবেচনার বিষয়টি স্পষ্টতই অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারী বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী প্রভাব সহ বেতনের এই ধরনের পুনর্বিবেচনা একটি অসঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং সম্ভবত আবেদনকারীদের জন্য বড় কষ্টের কারণ।

১৫। এটা এখন ঠিক হয়ে গেছে যে, সৎ বিশ্বাসে এই ধরনের বেতন প্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছ থেকে এই ধরনের কোনও পুনরুদ্ধার করা যাবে না। আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ আইনজীবী জনাব ধর ঠিকই উল্লেখ করেছেন যে, **রফিক মাসিহ (হোয়াইট ওয়াশার)** (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে ১৮ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট কিছু পরিস্থিতির সংক্ষিপ্তসার করেছে যা পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেয় না। রায়ের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

> *"১৮। পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কর্মচারীদের পরিচালিত করতে পারে এমন সমস্ত কষ্টের পরিস্থিতি অনুমান করা সম্ভব নয়, যেখানে নিয়োগকর্তা ভুল করে তাদের অধিকারের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছেন। যাই হোক না কেন, উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর ভিত্তি করে, আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিস্থিতির সংক্ষিপ্তসার করতে পারি, যেখানে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা পুনরুদ্ধার আইনত অগ্রহণযোগ্য হবেঃ*
>
> *(i) দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর (অথবা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পরিষেবা) কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার।*
>
> *(ii) অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অথবা এক বছরের মধ্যে অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে আদায়ের ক্রম অনুসারে আদায়।*

(iii) *কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার, যখন পাঁচ এর বেশি সময়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে বছর, পুনরুদ্ধারের আদেশ জারি করার আগে।*

(iv) *এমন ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার যেখানে কোনও কর্মচারীকে ভুলভাবে উচ্চতর পদের দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বেতন দেওয়া হয়েছে, যদিও তাকে যথাযথভাবে করতে বলা উচিত ছিল একটি নিকৃষ্ট পদের বিরুদ্ধে কাজ করুন।*

(v) *অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে, যেখানে আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় করা হলে তা অন্যায় বা কঠোর বা নির্বিচারে এমন পরিমাণে হবে, যা ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য -এর চেয়ে অনেক বেশি হবে। নিয়োগকর্তার পুনরুদ্ধারের অধিকারের ।*

(vi)

১৬। উপরোক্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করে এবং এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করে যে, মূল আবেদনকারী ইতিমধ্যে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৯৮১ সালের আসল আবেদনকারীর প্রাথমিক বেতন পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে উপরোক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আমি মনে করি যে, বেতন পুনর্বিবেচনার পূর্বোক্ত আদেশটি কার্যকর হলে তা অন্যায্য, কঠোর হবে এবং এর ফল হবে আর্থিক অস্থিরতা।

১৭। এই বিষয়টি বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে ২৩শে আগস্ট ২০১২ তারিখের অফিস আদেশ, যার মাধ্যমে মূল আবেদনকারীর বেতন পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল এবং ১১ই এপ্রিল ২০১৩ এবং ২৭শে মে ২০১৩ তারিখে উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা জারি করা পরবর্তী যোগাযোগগুলি হতে পারে না। টেকসই এবং সেই অনুযায়ী আলাদা করে রাখা হয় এবং বাতিল করা হয়।

১৮। বর্তমান রিট পিটিশন বিচারাধীন থাকাকালীন, মূল আবেদনকারী অবশ্য মারা গেছেন এবং এই আদালত কর্তৃক ২৫-৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখের আদেশ দ্বারা, বর্তমান আবেদনকারীরা মূল আবেদনকারীর জায়গায় এবং পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

১৯। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, উত্তরদাতাদের এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মূল আবেদনকারীর পক্ষে প্রদেয় পেনশন চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ১লাফেব্রুয়ারী ২০১১ থেকে ২৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বর্তমান আবেদনকারীদের পক্ষে প্রযোজ্য সুদ সহ তা বিতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশোধিত পেনশন প্রদানের আদেশ জারি করে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের জন্য।

২০। এই রায়ে করা পর্যবেক্ষণের আলোকে মূল আবেদনকারীর পক্ষে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি এবং অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধাগুলি পুনরায় গণনা করার জন্য এবং বর্তমান এর পক্ষে তা বিতরণ করার জন্য উত্তরদাতাদের আরও নির্দেশ দিয়ে ২০২১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আবেদনকারী নং ১-এর পক্ষে পারিবারিক পেনশনের বকেয়া চূড়ান্ত ও বিতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীদের বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে সুদ সহ।

২১। এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ১০ সপ্তাহের মধ্যে গণনা, পেনশনের পুনর্নির্ধারণ, গ্র্যাচুইটি সহ এর প্রকৃত বিতরণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

২২.। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশনার সাথে, ২০১৩ সালের ডবলু পি এ ২৯৪২৯ নম্বর রিট পিটিশন এবং সংযুক্ত আবেদনগুলি সিএএন ১/২০২০, সিএএন ২/২০২০ এবং সিএএন ৩/২০২০, নিষ্পত্তি করা হলো।

২৩। এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় সম্পন্ন হওয়ার পরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে আনুষ্ঠানিকতা।

(বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly